পেঁয়াজ ও দুর্বৃত্তায়িত অর্থনীতি –
অর্থনীতিবিদদের সামাজিক দায়বদ্ধতা
(অর্থনীতি শাস্ত্রের রাজনৈতিক-অর্থনীতির রূপান্তর প্রয়োজন)

আবুল বারকাত*

১। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির পক্ষ থেকে আপনাদের সবায়কে সুস্বাগতম জানিয়ে আমি দেশের চলমান অর্থনীতি ও আমাদের শাস্ত্রীয় দায়বদ্ধতা সম্পর্কে কিছু বলবো।

দাওয়াতপত্র মোতাবেক আজকের আঞ্চলিক সেমিনারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সমিতির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আমার বলার কথা। আজকের সেমিনারে বাংলাদেশ অর্থনীতির প্রেক্ষিতে কৃষি উন্নয়ন প্রযুক্তি এবং শিল্পায়ন সংশ্লিষ্ঠ বিষয়ে অর্থনীতিবিদরা সুচিন্তিত বিশ্লেষণ উপস্থাপন করবেন; বিষয়ের বহুমাত্রিক সংযোগ-সম্পর্কের নির্মোহ ব্যাখ্যা দেবেন; এ বিষয় আমাদের জ্ঞান-ভিত্তি প্রসারিত করবেন। খোলামোলা আলোচনা, প্রশ্নোত্তোর, তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমরা হয়ত বা এমন কোন স্তরে উপনিত হবো যে জ্ঞান একদিকে আমাদের ধারনাগত বিকাশে সহায়ক হবে, আর অন্যদিকে উন্নয়নের বাস্তব নীতি-নির্দ্ধারণে সহায়ক হবে।

২। আপনারা অবশ্যই লক্ষ্য করে থাকবেন যে গত তিন বছরে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির কিছু গুণগত রূপান্তর হয়েছে। সমিতি এখন আর নেহায়েত অর্থনীতি শাস্ত্র-সংশ্লিষ্ট জ্ঞান চর্চার সংকীর্ণ কোন প্লাটফর্ম নয়। আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, দেশের অর্থনীতিসহ যা কিছু অর্থনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং যা কিছু অর্থনীতির বিকাশ-প্রবণতা নির্দ্ধারণ করে-সবকিছুতেই সমিতির নির্বাচিত কার্যনির্বাহক কমিটির শুধু আগ্রহই নয়, সেই সাথে আছে গভীর সামাজিক দায় বোধ। এ বিষয়ে সমিতি সক্রিয় ভূমিকা পালনে সচেষ্ট। যেহেতু সমগ্র অর্থনীতি-সমাজ-রাজনীতি এক কথায় দুর্বৃত্তায়িত সেহেতু পেশাগত নৈতিকতার পাশাপাশি এ দেশের নাগরিক হিসাবে দায়িত্ববোধ–এ দুই এর সমন্বয় ঘটেছে আজকের অর্থনীতি সমিতিতে। আর যেহেতু এ দায়িত্ব পালনে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সেহেতু সঙ্গত কারণেই এস্টাবলিষ্টমেন্টসহ কেউ কেউ অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের প্রতি সহমর্মী নন। বিষয়টি আমাদের অনেকের জন্য পীড়ার কারণ হলেও এটাই হবার কথা।

---

* অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি (বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, অর্থনীতি বিভাগ কতৃক যৌথ আয়োজিত "কৃষি উন্নয়ন প্রযুক্তি এবং শিল্পায়ন" শীর্ষক আঞ্চলিক সেমিনারে পঠিত; রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২৩ অক্টোবর, ২০০৩)।

৩। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতিতে আমরা মনে করি দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অর্থনীতির প্রথাগত পাঠ্যপুস্তকিয় চাহিদা-সরবরাহের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন অনেক চলকই কাজ করে। অনেকক্ষেত্রেই নির্দ্ধারক চলক হিসাবে কাজ করে। যেমন ধরুন, প্রতি কিলোগ্রাম পিঁয়াজ উৎপাদন করে কৃষক (উৎপাদক) ২ টাকা পান, আমরা কিনি ৩২ টাকায়, অথচ বাজার অর্থনীতির সব হিসেব ঠিক মত চললে আমাদের কেনার কথা প্রতি কেজি ৭-৮ টাকা। কেজি প্রতি মাঝখানের ২২-২৩ টাকার চাঁদাবাজি (সম্ভবত পরিকল্পিত সিন্ডিকেট ভিত্তিক সন্ত্রাস) প্রথাগত অর্থশাস্ত্র কিভাবে বিশ্লেষণ করবে? ভ্যালু - চেইনে কৃষক আর ভোক্তার এ দূর্দশা কি ভাবে বিশ্লেষণ করবো? চাহিদা-সরবরাহ বিশ্লেষনের সমীকরণে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি (রাজনীতি) চলক উহ্য রেখে কোন দিনই প্রকৃত সত্য উদঘাটিত হবে না। বিষয়টি সম্ভবত প্রথাগত অর্থনীতি শাস্ত্রের ভ্যালু-এডিশন (মূল্য-সংয়োজন) নয়, বিষয়টি মুল্য বৃদ্ধির বা দাম বৃদ্ধির (price)। প্রসঙ্গত বর্তমান নীতি-নির্দ্ধারক রাজনীতিকদের উদ্দেশ্যে অতীব প্রয়োজনীয় একটি পরামর্শ বিনে পয়সায় দেয়া যেতে পারে, সেটা হল: এ দেশে চাল-লবন-পেঁয়াজ-ই ক্ষমতায় থাকা না থাকা নির্দ্ধারণ করে থাকে। অথবা ধরুন বাংলাদেশের পোষাক শিল্পে প্রস্তুত যে জামাটি আমেরিকা-ইউরোপের বাজারে ১,৮০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে ঐ একটি জামার জন্য আমাদের একজন বাংলাদেশী শ্রমিক-বোন উদয়াস্ত পরিশ্রম করে পাচ্ছেন মাত্র ১৫ টাকা (১২০ গুণ পার্থক্য)। ভ্যলু-চেইনের এ দূর্গতি প্রথাগত অর্থশাস্ত্র কিভাবে বিশ্লেষন করবে? অথবা ধরুন আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ন হয়েছি অথচ দেশের অর্ধেক মানুষ অভূক্ত। খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেলেও তো অভুক্ত মানুষের সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেতে পারে। বিষয়টি কি শুধুই উৎপাদনের? শুধুই কি বন্টনের? না'কি আরো কিছু- সিস্টেমিক? মনে রাখতে হবে অবাধ বাজার অর্থনীতি দরিদ্র-বান্ধব নয়। সম্ভবতঃ অর্থনীতি শাস্ত্রকে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কাঠামোর বাইরে রেখে এ বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ হবে। সুতরাং স্বাধীনতা চেতনা ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি নিয়ে কেই যদি বলেন ওরা রাজনীতি করেন সে ক্ষেত্রে আমি কিন্তু অভিযোগটা ধ্রুব সত্য হিসেবে মেনে নেবো। এ অভিযোগ আসলে কিন্তু কম্প্লিমেন্ট। কারণ দরিদ্র এ দেশে অর্থনীতি শাস্ত্র যদি মানুষের বিশেষ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র, অভুক্ত, অর্দ্ধভূক্ত, বঞ্চিত, দুর্দশাগ্রস্থ, নিপিড়ীত, লাঞ্চিত, নি:সঙ্গ মানুষের কথা না বলে তাহলে ঐ শাস্ত্র কার উন্নয়নের, কিসের উন্নয়নে কথা বলে? সেই সাথে অর্থনীতিবিদরা যদি এ সবের কারণ হিসেবে অস্বাধীনতার (unfreedom) কারনগুলো উদঘাটন না করেন তা হলে সে কাজটি কে করবে?

৪। কয়েকদিন আগে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির লোকবক্তৃতায় নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ প্রফেসর জোসেফ স্টিগলিজ আমাদের উদ্দেশ্যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন কিছু কথা বলে গেলেন "এ দেশে দরিদ্রদের স্বার্থ নিয়ে লাগাতারভাবে বলে যাওয়া মানুষের সংখ্যা খুবই কম। আপনারা মানব দারিদ্র্য ও মানব বঞ্চনার বিরূদ্ধে নির্মোহ সত্য কথা বলতে থাকুন;... সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নীতি কৌশল পরিবর্তনে সোচ্চার হোন। ...মনে রাখবেন বাজার অন্ধত্ব পরিহার না করলে খুব বেশী এগুনো যাবে না।" আর আমাদের কাছের মানুষ নোবেল বিজয়ী প্রফেসর অমর্ত্য সেন বললেন "প্রকৃত উন্নয়নের ভিত্তি শক্তিশালি করতে হলে মানুষের চয়নের স্বাধীনতা প্রশস্থ করতে হবে। নিশ্চিত করতে হবে মানুষ যা হতে চায় তাই যেন সে হতে পারে; মানুষ যা করতে সক্ষম সেটাই যেন সে করতে পারে।... মানুষের সৃজন ক্ষমতা অসীম"। সুতরাং দেশের সত্যিকার উন্নতি বিধানে নিশ্চিত করতে হবে মানুষের পাঁচ ধরণের স্বাধীনতা-অর্থনৈতিক সুযোগ, সামাজিক

সুবিধাদি, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, স্বচ্ছতার গ্যারান্টি ও সুরক্ষার নিশ্চয়তা। যে দেশে এসবের কোনটিই কাঙ্খিত মাত্রায় অর্জিত হয়নি, যে দেশের বিকাশে এসব স্বাধীনতার অনিশ্চয়তা বৃদ্ধির প্রবণতাটিই মূখ্য সে দেশের অর্থনীতি সমিতির দায়িত্ব কর্তব্য কি ধরণের হওয়া উচিত? আমরা প্রতিনিয়ত এ সব বিষয়ে চিন্তিত। সামগ্রিক ভাবে আমরা দুশ্চিন্তিতও বটে।

৫। দেশের চলমান অর্থনীতি আর সংশ্লিষ্ট নীতি-রাজনীতি নিয়ে আমরা আপনাদের অনেকের মতই সত্যিই দুশ্চিন্তিত। ভবিষ্যত নিয়ে উদ্বিগ্ন। আর এ উদ্বেগের ভিত্তি ইতোমধ্যে যথেষ্ট শক্তিমান যা ক্রমবর্দ্ধমান হারে পুনরুৎপাদিত হচ্ছেঃ গত বত্রিশ বছরে সরকারী ভাবে যে ২০০,০০০ কোটি টাকা বৈদেশিক ঋণ অনুদান এসেছে তার ৭৫% আত্মসাত (লুট) হয়েছে–দরিদ্র-বঞ্চিত জনগোষ্ঠিকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভূক্তিতে (inclusion of the excluded) কাজে লাগেনি; বছরে এখন ৭০,০০০ কোটি টাকার সমপরিমান কালো টাকা সৃষ্টি হচ্ছে (যা জাতীয় আয়ের এক তৃতীয়াংশ); মানি-লন্ডারিং হচ্ছে বছরে ৩৪,০০০ কোটি টাকার সম-পরিমান; ৩০,০০০ কোটি টাকার খেলাপি ঋণ-সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে; গুটি কয়েক ক্ষমতাধর বছরে ৮০০০ কোটি টাকার সমপরিমান ঘুষ খাচ্ছেন; আর ক্রমবর্দ্ধমান ধন-বৈষম্যের কথা তো সরকারীভাবেই স্বীকৃত- মাত্র ৫% ধনী পরিবার দেশের মোট পারিবারিক আয়ের ৩০% দখল করে আছে (আসলে কালো টাকা যোগ করলে ৫% ধনীর দখলে ৫০% আয় হবে)। আর এসবই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ দেশে ব্যপক জনগোষ্ঠির সুপ্ত সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশের শর্তাদি বিনষ্ট করছে; মানুষের মানুষ হিসেবে মর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রতিকূলে কাজ করছে; দালাল পুঁজির বিকাশ ত্বরান্বিত করছে যে পূঁজি উৎপাদনশীল খাতে নয় অনুৎপাদনশীল খাতের বিকাশে অতি উৎসাহি; সরকারী–বেসরকারী খাতে জাতীয় সম্পদের বিপূল অপচয়ের কারণ হিসেবে কাজ করছে; প্রকৃত মানব উন্নয়ন অনিশ্চিত করছে; নগরায়নের নামে বস্তিয়ায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করছে; গ্রামীণ অর্থনীতিকে নিঃস্বায়িত করে এখন ভিক্ষুকায়ণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করছে। এক কথায় সমগ্র জাতীয় অর্থনীতিকে দুর্বৃত্তায়িত করার মাধ্যমে শেষাবধি সমগ্র উপরিকাঠামোকেই (রাষ্ট্রের মতাদর্শসহ সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান) জনকল্যাণবিমুখ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করেছে, যার অন্তর্ভুক্ত আইন শৃংখলা, বিচার বিভাগ, নির্বাচন, সংসদ, স্থানীয় সরকার, আমলাতন্ত্র, রাষ্ট্রিয়-অরাষ্ট্রিয় ছোট-বড় ক্রয়-বিক্রয়।

৬। অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন রাজনৈতিক দুর্বত্তায়নের কার্যকরী চাহিদা (effective demand) বৃদ্ধি করেছে। দুর্বৃত্তায়িত এখন সমগ্র বাংলাদেশ। ১৪ কোটি মানুষের এ দেশে দুর্বৃত্তায়নের পরিণাম দাড়িয়েছে এমন যে খাদ্যগ্রহণের নিরিখে এখন ৭ কোটি মানুষ দরিদ্র আর মৌলিক চাহিদার মূল্যামানের নিরিখে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ১০ কোটি; মোট ৪ কোটি যুবকের ২ কোটি বেকার; প্রতিবছর শ্রম বাজারে যে ৩০ লাখ মানুষ সংযোজিত হয় তার মাত্র ৮ লাখ মানুষ কাজ পায়; ক্রমবর্দ্ধমান দারিদ্র, কাজের অভাব আর দ্রব্য মূল্যের উর্দ্ধগতি মানুষের স্বত্বাধিকার বঞ্চনা চিরস্থায়ী করছে; ৯ কোটি মানুষ প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা সুযোগ বঞ্চিত, ৮ কোটি মানুষ কার্যত নিরক্ষর; স্যানিটেশন সুবিধে নেই ১০ কোটি মানুষের; ১১ কোটি মানুষ বিদ্যুত সুবিধে বঞ্চিত; বছরে ১৬ লাখ শিশু ৫ বছর বয়স পেরুনোর আগে মৃত্যবরণ করছে (যে মৃত্যুর ৫০% দারিদ্র উদ্ভুত রোগ বালাই, যা সহজেই প্রতিরোধযোগ্য)। অথচ যুদ্ধাস্ত্র ক্রয়ে ২-৩ বছরে আমরা যে পরিমান ব্যয় করি সমপরিমান অর্থ দিয়ে এ দেশ থেকে যক্ষা ও কুষ্ঠ রোগ চিরতরে নির্মূল সম্ভব।

বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক বিকাশের খেরো খাতা: ৩২ বছরের প্রবনতা

উর্ধ্বগামী প্রবনতা প্রদর্শনকারী সূচক	*নিম্নগামী প্রবনতা প্রদর্শনকারী সূচক*
১. কালো অর্থনীতি / কালো টাকা এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লুটপাট, অপরাধ, সন্ত্রাস, অবৈধ অস্ত্র, পেশিশক্তি, দুর্নীতি, ঘুষ, টাকা পাচার, কুশাসন, নিপিড়ন, নির্যাতন, অত্যাচার, হত্যা, শারিরীক আঘাত	১. অর্থনীতির ভিত্তি সুদৃঢ়করণ, জাতীয় পুঁজি সৃষ্টি, শিল্পায়ন, সাধারণ গার্হস্থ্য অর্থনীতি টিকিয়ে রাখার উপযোগি অর্থনৈতিক সক্ষমতা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, কালো অর্থনীতি প্রতিরোধকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি
২. কোটিপতি এবং ভিক্ষুক, জমি ও জলাশয় জোর করে দখল, নতুন গাড়ী ও ফ্লাট, ভিক্ষাবৃত্তির নতুন কৌশল, জাকাতের কাপড় আনতে গিয়ে মৃত্যুর সংখ্যা, তাপ ও শৈত্যপ্রবাহে অসুস্থ্য ও নিহতের সংখ্যা	২. অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা, কর্মসংস্থান, সম্পদের উপর দরিদ্র মানুষের মালিকানা ও প্রবেশাধিকার
৩. বহুতল ভবন, ইটের ভাটা, ইট ভাঙ্গা নারী ও শিশুর সংখ্যা	৩. দরিদ্রদের জন্য গৃহায়ন সুবিধা, পরিবেশের ভারসাম্য-প্রাকৃতিক পরিবেশ
৪. সুপার মার্কেট, গাড়ি বিক্রির দোকান, গার্মেন্টস কারখানা, নারী শ্রমিক, পরিবারের কাছ থেকে বিচ্ছিন্নতা	৪. শিল্পকারখানা, ওয়ার্কশপ, উৎপাদনের যন্ত্রপাতি, শিল্পকারখানায় মূল্য সংযোজন
৫. গ্রামাঞ্চল থেকে শহরে নিরুপায় স্থানান্তর, বস্তি বাসীর সংখ্যা, অনানুষ্ঠানিক খাত, নিউক্লিয়ার পরিবার, শিশু-নারী ও প্রবীনদেন বঞ্চনা ও দুঃখ কষ্ট	৫. ভূমির উপর দরিদ্র মানুষের নিয়ন্ত্রণ, পল্লী এলাকায় কর্মসংস্থান, প্রকৃত আয়/বেতন, যৌথ পরিবারের বিস্তৃতি
৬. বৈধ এবং অবৈধ আমদানী ও রপ্তানী, অবৈধ আয়, ভারসাম্যহীন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং উন্নয়ন	৬. মানুষের সম্ভাবনা ও সম্পদের দক্ষ ব্যবহার, শিল্পায়নের পেছনে পুঁজির ব্যবহার, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন
৭. বিদেশী মঞ্জুরী ঋণ দ্বারা পরিচালিত প্রকল্প, এনজিও কর্মকান্ড	৭. স্থানীয় উদ্যোগ, স্থানীয় সম্পদের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য উৎসাহ প্রদান, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে জনগনের অংশগ্রহন
৮. জৈব সার, কীটনাশক ও বালাইনাশক এক্ষং উচ্চফলনশীল বীজের ব্যবহার এবং এ সংক্রান্ত ব্যবসা, কৃষিজ পণ্যের কালোবাজারি	৮. ভূমির প্রাকৃতিক উর্বরতা, বর্ষপ্রাচীন প্রচলিত বীজ প্রকরণ, কাঠ, মাছ, পরিবেশগত ভারসাম্য, কৃষি পণ্যের দাম
৯. যোগাযোগ, তথ্যপ্রযুক্তি, কম্পিউটার ও ব্যবসা প্রশাসন বিষয়ে ছাত্রের সংখ্যা	৯. সাধারণ বিজ্ঞান শিক্ষা, প্রাযুক্তিক ভিত্তি, বিজ্ঞান ও দর্শণে ছাত্র সংখ্যা, বুদ্ধিবৃত্তিক অনুসন্ধান
১০. নারীর কর্মসংস্থান এবং রোগবালাই, নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতা, নারী ও শিশু পাচার	১০. নারী কর্মীদের প্রকৃত বেতন/ আয়, নারী ও শিশুর সুরক্ষামূলক নিরাপত্তা, নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা প্রদানের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাগুলোর দক্ষতা

উর্ধ্বগামী প্রবনতা প্রদর্শনকারী সূচক	*নিম্নগামী প্রবনতা প্রদর্শনকারী সূচক*
১১. বেসরকারী খাতে বানিজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, কোচিং সেন্টার, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, কিন্ডারগার্টেন, মাদ্রাসা (ইংলিশ মিডিয়ামসহ), শিক্ষায় ধনী-দরিদ্র বৈষম্য	১১. সাধারণ মানুষের জন্য সরকারী/বেসরকারী স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারী স্কুল ও স্বল্প ব্যয়ের বেসরকারী স্কুলগুলোয় শিক্ষার মান, শিক্ষা ব্যবস্থার দক্ষতা, মৌলিক শিক্ষার পেছনে সরকারী বরাদ্দ
১২. ব্যবসায়িক স্বার্থে ধর্মের ব্যবহার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ, পীর-ফকিরদের সংখ্যা, ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিকদল, ধর্মের নামে সহিংসতা, অন্যান্য ধর্মের লোকজনের অসস্তি, নিয়তির উপর নির্ভরতা, হস্তরেখাবিদদের সংখ্যা	১২. অন্য ধর্মের মানুষের প্রতি সমান শ্রদ্ধা, বিজ্ঞান বিষয়ক প্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞান মনস্কতা, আলোকিত বিশ্বদৃষ্টি, বিজ্ঞান ও জ্ঞান বিষয়ক আলোচনা সভা, সভ্য জীবনযাত্রা, ধর্মনিরপক্ষ অনুভূতি-আচরণ-মনোভাব
১৩. ব্যয়বহুল প্রাইভেট ক্লিনিক, উচ্চ রক্তচাপ ও দারিদ্র-সঞ্জাত রোগবালাই, স্বাস্থ্য খাতে পারিবারিক ব্যয়, স্বাস্থ্যের পেছনে ব্যয়ের কারণে নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া	১৩. প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, সরকারী স্বাস্থ্যসেবার মান, জনস্বাস্থ্য খাতে মাথাপিছু প্রকৃত ব্যয়, সরকারী স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দক্ষতা
১৪. অনুৎপাদনশীল খাতে প্রকৃত ব্যয়, সামরিক প্রতিরক্ষা, প্রশাসন, আমলাদের সাথে জনগনের দুরত্ব বৃদ্ধি, আদালতের উপর প্রভাব বিস্তার	১৪. সুশাসন, ন্যয়বিচার, ব্যক্তির নিরাপত্তার বোধ, মানুষের সমৃদ্ধির জন্যে প্রকৃত সরকারী ব্যয়, উৎপাদনশীল খাতে সরকারী ব্যয়
১৫. নির্বাচনী ব্যয়, নির্বাচনে কালো টাকার মালিকদের প্রতিযোগীতা, জনগন ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি বা প্রতিষ্ঠানের দুরত্ব	১৫. নির্বাচিত ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা, নির্বাচিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ওপর মানুষের আস্থা, আলোকিত রাজনীতি
১৬. ক্ষয়িষ্ণু সংস্কৃতি, অপসংস্কৃতি অবলোকন ও শ্রবণের পেছনে সময় অপচয়, পারস্পরিক আস্থাহীনতা	১৬. জাতীয় সংস্কৃতি চর্চা, সংহতির অনুভূতি, পারস্পরিক আস্থা ও শ্রদ্ধা, মানবিক মূল্যবোধ-নৈতিক ও নান্দনিক
১৭. রাজনৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন, ব্যবসায়িক বিনিয়োগ হিসাবে রাজনীতি, স্বৈরাচার, কল্যাণমুখী রাজনীতির জন্যে (সুপ্ত) দাবী	১৭. জনগনের প্রতি রাজনীতিবিদদের ভালোবাসা, রাজনীতিবিদদের দেশপ্রেম, জ্ঞান-ভিত্তিক এবং মানবিক আদর্শ ভিত্তিক রাজনীতি, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ

৭। গত বত্রিশ বছরের উন্নয়ন ইতিহাসে স্পষ্ট প্রতিয়মান হয় যে অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন রাজনীতি ও সমাজের সকল স্তরে দুর্বৃত্তায়ন ছড়িয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। আমরা একপ্রকার বঞ্চিতদের নিরন্তরভাবে বহির্ভূক্তকরণ প্রক্রিয়া লাভ করেছি। এটি এমন এক পরিবেশ যা উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বঞ্চিতদের আরো বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এ এমন পরিস্থিতি যা মানুষের পরিপূর্ন জীবন প্রাপ্তির সুযোগ সম্প্রসারিত করার প্রক্রিয়াগুলো নস্যাত করে দেয়। হিসাবের খেরো খাতা (নিচের ছকে দেখানো হয়েছে) প্রমান করছে যে, এখন এক সর্বগ্রাসি লুন্ঠন সংস্কৃতি আমাদের

পেয়ে বসেছে। যা কিছু মানব উন্নয়নের বিরুদ্ধে যায়, যা কিছু দুর্বৃত্তায়নে সহায়ক, সার্বিক পরিস্থিতি যেন সেগুলোর প্রতিই পক্ষপাত প্রদর্শন করছে। ৩২ বছরের খেরো খাতা একটি সুস্পষ্ট প্রবণতা তুলে ধরেছে: মানব উন্নয়নের জন্য অনুকূল সকল সূচক ক্রমশ নিচের দিকে নামছে এবং দুর্বৃত্তায়নের প্রতি অনুকূল সূচকগুলো আরা শক্তিশালী হচ্ছে। এর ফলে মানুষের মুক্ত ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করার সুযোগসমূহ ক্রমাগত সীমিত হয়ে যাচ্ছে। আমাদের গত ৩২ বছরের উন্নয়নে আমরা আবার সেই বৈষম্যমূলক দ্বৈত-অর্থনীতিতে আরো জোরালোভাবে ফিরে গেছি: একটি অর্থনীতির প্রতিনিধিত্ব করছে সবচেয়ে ক্ষমতাধর ও প্রভাবশালী মাত্র ১০ লাখ মানুষ (ক্ষমতায় যেই থাকুক না কেন, এরা চালকের আসনে থাকে); অপর অর্থনীতির প্রতিনিধিত্ব করছে ক্ষমতাহীন সংখ্যাগরিষ্ঠ ১৩ কোটি ৯০ লাখ মানুষ। এরা বহিস্থ, বঞ্চিত ও নিঃস্ব।

৮। এ সবই ঘটেছে তখন যখন আমাদের সংবিধান বলছে "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতা জনগনের হাতে ন্যাস্ত থাকিবে" (অনুচ্ছেদ ৭)। অবস্থা যে মাত্রায় খারাপ তাতে তো বলতে হয় দুর্বৃত্তায়ন–সৃষ্ট বঞ্চনার ফাঁদ ছিন্ন না করে সমস্যার সমাধান হবে না। দুর্বৃত্ত ও দারিদ্র লালনউভয়ই এখন নিয়মে পরিণত হয়েছে। সমস্যার সমাধানে জনকল্যানকামী রাজনৈতিক আদর্শ ভিত্তিক নেতৃত্ব ও জনগনের স্বত:স্ফুর্ত অংশগ্রহনের বিকল্প নেই। অর্থনীতিবিদ হিসেবে আমরা সম্ভবত: সংবিধানের বিধান মোতাবেক জনগণের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক চাহিদা (যা পূরণে সংবিধান প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে) আর প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্র যা সরবরাহ করছে - এ দু'য়ের ব্যাপক ও ক্রমবর্দ্ধমান ফারাক নিরুপন করতে পারি; ফারাকের কারণসমূহ উদঘাটন করতে পারি; ফারাক হ্রাসে যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাবনা পেশ করতে পারি। সে ক্ষেত্রে সংকীর্ণ অর্থশাস্ত্রকে বৃহৎ গন্ডির রাজনৈতিক - অর্থনীতি শাস্ত্রের অনুগত শাস্ত্র হিসেবে প্রতিস্থাপন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রথাগত অর্থশাস্ত্রের বাইরে আসতে হবে। সময় তো সেটাই দাবী করে।

৯। আজকের আঞ্চলিক সেমিনার এর শিরোণাম আপাতদৃষ্টিতে যতই টেকনিক্যাল মনে হোক না কেন 'কৃষি আর শিল্প' নিয়ে যখন কথা, তখন কৃষক আর শ্রমিক বাদ দিয়ে তো কথা হবেনা। কৃষি আর প্রযুক্তি নিয়ে কথাতো দুর্দশাগ্রস্থ - ছিটকে পড়া কৃষক, কৃষি সংস্কার (ভূমি সংস্কারসহ), আর ১ কোটি বিঘা খাস জমির কথা বাদ দিয়ে হতে পারে না (যখন দেশে ভুমিহীন কৃষক পরিবারের সংখ্যা ১ কোটির কম)। আর শিল্পায়ন নিয়ে কথা তো শিল্পে কর্মসংকোচন নীতি ও তথাকথিত দ্রুত উদারীকরণ নীতির যুক্তিসিদ্ধ কঠোর সমালোচনা বাদ দিয়ে তো হতে পারে না। শিল্পায়ন মানে আর যাই হোক শিল্প বন্ধ করা হতে পারে না। আমি আশা করি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞানভিত্তিক উপস্থাপনের মাধ্যমে আমরা এদেশে জনকল্যাণমূখী একটি অর্থনীতির কথা বলবো। এক্ষেত্রে সংকীর্ণ গন্ডির অর্থনীতি শাস্ত্রের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক চিন্তন পদ্ধতিতে রূপান্তর জরুরী।